অধিকাংশ পল্লী চিকিৎসকের নেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে প্রায় তিন শতাধিক পল্লী চিকিৎসক রয়েছেন। এদের অধিকাংশেরই প্রাতিষ্ঠানিক কোন সনদপত্র নেই ওষুধ বিক্রয়ের ড্রাগ লাইসেন্স নেই। অনেকে প্রথমে ছোটখাটো ঔষধের দোকান দিয়ে শুরু করে পরে পল্লী চিকিৎসক হয়েছে।

একজন পল্লী চিকিৎসকের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার অনুমতি থাকলেও ছোট থেকে বড় সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকেন তারা। শিশুসহ বৃদ্ধ যেকোনো বয়সের মানুষের বিভিন্ন সমস্যার জন্য কোন প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ওষুধ দিয়ে থাকে তারা। নিজেদের সুনাম বৃদ্ধি করতে হরহামেশায় দিয়ে থাকেন এন্টিবায়োটিক ঔষুধ। যাতে করে রোগী সাময়িক উপশম হলেও বিপদের দিকে ধাবিত হয়।

সুধী সমাজ বলছে, এসকল গ্রাম্য চিকিৎসকের উপর নেই কোন প্রশাসনিক নজরদারি। পল্লী চিকিৎসক গ্রামের সাধারণ মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা। অনেক সময় রাত্রী বেলা মানুষ একজন পল্লী চিকিৎসকের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় গ্রামের সাধারণ মানুষ। এই সুযোগে সাধারণ মানুষের উপকারের চেয়ে ক্ষতি করছে অনেকে। কারণ তারা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো প্রশিক্ষণ না নিয়েই করে চলেছেন চিকিৎসা। পল্লী চিকিৎসকদের সঠিক পরিসংখ্যান করে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান তারা।

পল্লী চিকিৎসকের সনদপত্র প্রাপ্ত কয়েকজন চিকিৎসক জানিয়েছেন, একজন পল্লী চিকিৎসকের অবশ্যই প্রশিক্ষণ নেওয়া জরুরী। গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রথমেই পল্লী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। ভুল চিকিৎসায় সাধারণ অসুখ থেকে মারাত্মক ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে একজন রোগী।

সনদপত্র প্রাপ্ত নয় এমন কয়েকজন পল্লী চিকিৎসক জানিয়েছেন, প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু বই-পুস্তক পড়ে চিকিৎসা করছি। সময় ও সুযোগের অভাবে কোর্স করা হয়নি। খুব দ্রুত প্রশিক্ষণ কোর্স করে নেব।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ রিয়াজুল আলম জানান, পল্লী চিকিৎসকের এলএমএএফ, ডিএমএস বা আরএমপি করা থাকতে হবে। যাদের পল্লী চিকিৎসকের কোন কোর্স করা নেই তাদের

এ পেশায় না থাকাই উচিত। আমরা জানতে পেরেছি অনেকেই পল্লী চিকিৎসকের কোর্স না করেই চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন। খুব দ্রুত তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশের সহায়তায় বামন্দীতে সুদ ব্যবসায়ীর খপ্পর থেকে স্ট্যাম্প উদ্ধার

পুলিশের সহযোগীতায় মেহেরপুরের বামন্দীতে সুদ ব্যবসায়ীর খপ্পর থেকে স্বাক্ষর করা স্ট্যাম্প ফিরে পেয়েছে শফিরুল ইসলাম নামের এক নির্মাণ শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে বামন্দী বাজারে। এ সকল সুদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করছে এলাকার সাধারণ মানুষ।

গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের মন্ডল পাড়ার আঃ রহিমের ছেলে নির্মাণ শ্রমিক শফিরুল ইসলাম জানান, বিপদগ্রস্থ হয়ে দুই বছর আগে প্রতি মাসে লভ্যাংশ হিসেবে সাড়ে চার হাজার টাকার চুক্তিতে নিশিপুর গ্রামের মনার ছেলে বাবলুর কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা গ্রহণ করি। টাকা গ্রহণের আগে একটি সাদা স্ট্যাম্পে কৌশলে স্বাক্ষর করে নেয় সুদ সুদ ব্যবসায়ী বাবলু।

সে অনুযায়ী প্রতি মাসে লাভের টাকা হিসেব করে ৯০ হাজার টাকা প্রদান করেন শফিরুল ইসলাম। সময়মত টাকা না দিতে পারায় প্রায় গালমন্দ সহ হুমকী ধামকী দিতে থাকে সুদ ব্যবসায়ী বাবলু।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ২০ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে স্ট্যাম্প ফেরত দেওয়ার কথা বললে শফিরুল ইসলাম বাবলুকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে দেয়। কিন্তুু টাকা পাওয়ার পর স্ট্যাম্প ফেরত না দিয়ে আরো ৫০ হাজার টাকা দাবী করে। নিরুপায় নির্মাণ শ্রমিক শরিফুল ইসলাম বাধ্য হয়ে স্থানীয় বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পে মৌখিক ভাবে জানালে, ক্যাম্পে কর্মরত এ এস আই হেলাল স্থানীয়দের সাথে নিয়ে সুদ ব্যবসায়ীর কবলে থাকা স্ট্যাম্পটি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

এএসআই হেলাল জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে চরগোয়াল গ্রামের শফিরুল ইসলাম নিশিপুর গ্রামের মনার ছেলে বাবলুর কাছে তার স্বাক্ষর করা স্ট্যাম্প ফিরিয়ে দিচ্ছে না বলে মৌখিক ভাবে বলেন, সে অনুযায়ী বাবলুর কাছে থাকা স্ট্যাম্পটি ভুক্তভোগী শফিরুলকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এসময় পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন শফিরুল ইসলাম।

কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হলেন মেহেরপুরের শান্তি

বাংলাদেশ কৃষকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বর্ষিয়ান কৃষক নেতা মহাবুব উল আলম শান্তি। মহাবুব উল আলম শান্তি মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন দরবেশপুর গ্রামের মৃত. মহি উদ্দিনের ছেলে।

তিনি তার আপন চাচা বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর মরহুম জমির উদ্দিনের অনুপ্রেরণায় ১৯৬৫ সাল ছাত্রলীগের রাজনীতিতে যোগ দিয়ে ছয় দফার আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর জৈষ্ঠপুত্র শেখ জামালের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

পরবর্তীতে পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জেলা আওয়ামী লীগের শ্রম কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক থাকা কালীন ১৯৯২ সালে মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সভাপতি হিসেবে এখন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। ৯২ সাল থেকে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

ন্যায়, নীতি, সততা, মেধা এবং কঠোর পরিশ্রমের কারণেই তিনি মুজিবনগর অধ্যুষিত মেহেরপুর জেলার মুখ উজ্জ্বল করে বাংলাদেশ কৃষকলীগের সহসভাপতি মনোনীত হয়েছেন।

মহাবুব উল আলম শান্তি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষকরত্ন শেখ হাসিনাকে এবং কৃষকলীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ ও সাধারণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং আজীবন দল ও দেশের জন্য কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সড়ক দূর্ঘটনায় গাংনীর সবজি ব্যবসায়ী নিহত

মেহেরপুরের গাংনীর সবজি ব্যবসায়ী মুকুল হোসেন (৫২) ট্রাক দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। শুক্রবার সকাল ১০ টায় কুমিল্লা জেলার চান্দুরা এলাকার নুরিটোলায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মুকুল হোসেন গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামের সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে।

নিহতের ভাই রাফিউল হাসান জানান, কলা বোঝাই একটি ট্রাক যোগে বৃহস্পতিবার বিকালে কসবা গ্রাম থেকে কুমিল্লার চান্দিনার উদ্যোগে রওনা দেয়। শুক্রবার সকাল ১১ টায় ট্রাক দূর্ঘটনায় মারা গেছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে পরিবারকে অবগত করা হয়। মৃত্যু’র সংবাদ পওয়ার পরপরই মরদেহ আনতে এ্যামবুলেন্স যোগে দূর্ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়েছেন স্বজনরা।

কুমিল্লা জেলার ইলিয়াসগঞ্জ হাইওয়ের ফাঁড়ির ওসি সালেহ উদ্দীন আহমেদ জানান,কলা বোঝাই একটি ট্রাক চান্দিনায় যাওয়ার পথে চান্দুরা এলাকার নুরিটোলায় পেছালে রাস্তা থেকে ছিটকে একটি পুকুরে পড়ে মুকুল হোসেন নিহত হয়।

এ ঘটনায় ট্রাক চালক ও তার সহকারী আহত হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে ফাড়িতে রাখা হয়েছে। নিহতের স্বজনরা মরদেহ নিতে রওয়না হয়েছে পৌছানো মাত্রই আইনগত প্রক্রিয়া শেষে হস্তান্তর করা হবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীর গাড়াবাড়ীয়াতে দিনমজুরের নির্মাণাধীন ঘর ভেঙেছে দূবৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়ীয়াতে কাবিদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির নির্মাণাধীন ঘর ভেঙে দিয়েছে দূবৃত্তরা।
বুধবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় দূবৃত্তরা এ ঘটনা ঘটায়।

হাফিজ উদ্দীনের ছেলে কাবিদুল ইসলাম(৩৩) পেশায় একজন কাঠ মিস্ত্রী। দুই মেয়ে স্ত্রী নিয়েই তার সংসার। অনেক কষ্ট করে ৪ কাঠা জমি ক্রয় করেন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের জিয়াউর রহমানের সাথে। জীবনের অর্জিত সম্পদ দিয়ে একটু মাথা গোজার ঠাই যোগানোর চেষ্টা টুকুও সফল হলো না। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে কাবিদুল ইসলামের।কোথায় পাবে এই অমানবিকতার বিচার?

কাবিদুল ইসলাম জানান, যে কাজ করেছে সে আমার চেনা না এবং দেখিও নি। তবে এর বিচার চাই।

জিয়াউর রহমান জানান, জমিটা খুব কষ্টে করে আমার সাথে ক্রয় করেছে। এখনো টাকা পরিষদ করতে পারেনি বসবাসের কষ্ট দেখে আমি তাকে ঘর করতে বলি। এমন নিকৃষ্ট তম কাজটি যে কে করেছে সে খুব অন্যায় করেছে।

কাবিদুলের স্ত্রী জানান, আমাদের সন্দেহ আছে তবে নাম করবো না। আমাদের ভয় দেখিয়েছে যে তোদের এই গ্রামে বাস করতে দিবো না।তবে নাম করবো না নাম করলে আরো বড় ধরনের কিছু ঘটে যেতে পারে। গরীব মানুষ কস্টে করে চলি আর এমন কাজ করলো এর বিচার কি পাবো না।

এখন পরিবারটির মুখে বিষন্নতার ছাপ। আদৌ কি পাবে এর সু বিচার নাকি এভাবেই চলতে থাকবে তাদের প্রতি অরাজকতা।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ দরবেশ আলী জানান, এ ঘটনায় পুলিশের কেউ অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে ফেসবুকে অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর একটি ফেসবুক অনলাইন পেইজে অপপ্রচারমুলক বিভ্রান্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন গাংনীর কামারখালী গ্রামের মোঃ বিপ্লব খান। বুধবার বিকেলে গাংনী প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলন করা হয়।

প্রেসক্লাবের সকল সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বিপ্লব খান।

লিখিত বক্তব্যে জানান, গ্রামের বেল্লাল খন্দকার গংদের সাথে জমি জমা নিয়ে বিরোধ চলে আসছে দীর্ঘদিন। বিরোধপুর্ণ জমি বেল্লাল ও তার লোকজন গত ১৬ অক্টোবর জোরপুর্বক দখল করতে যায়। বিষয়টি পুলিশ বাহিনীকে অবহিত করলে পুলিশ উভয় পক্ষকে থানায় উপস্থিত হবার জন্য বলে। কিন্তু প্রতিপক্ষ বেল্লাল গং থানায় উপস্থিত হয় নাই।

উপরন্ত ১৭ অক্টোবর ‘গাংনীর চোখ’ নামের একটি ফেসবুক পেইজে অনলাইনে আওয়ামী লীগের অফিস ভাংচুর ও সংঘর্ষের কথা তুলে ধরে অপপ্রচার করে। আদৌ কোনো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি।

বরং বেল্লাল গং অন্যের জমি জোর দখল করার জন্য ও রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টাঙ্গিয়ে তা আবার রাতের আধারে ছিড়ে আমাদের মাথায় দোষ চাপানোর পায়তারা করছে। যা নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার সামিল।

লিখিত বক্তব্যে তিনি আরো বলেন, গ্রামের ছোট ছোট বিষয়গুলি কিছু স্বার্থন্বেসীমহল ফেসবুকের মাধ্যমে অপপ্রচার করে গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃক্তবোধ নষ্ট করতে চাইছে।

এমনকি উষ্কানিমূলক এমন প্রচারে গ্রামের সাধারন মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের মত ঘটনা ঘটাতে পারে। যার দায়ভার অপপ্রচারকারীদের বহন করতে হতে পারে বলেও জানান তারা।

ওই বসত ভিটায় কোন অফিস ছিল না। প্রতিপক্ষ আমাদেরকে ফাঁসাপনোর

জন্য মিথ্যা তথ্য প্রকাশ করে সামাজিক ভাবে মানক্ষুণ্য করার পায়তারা করছে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রেসক্লাবের সাংবাদিকগণ ছাড়াও কামারখালী গ্রামের গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ভাইয়ের ঘরে তালা ঝুলিয়েছে ভাই

ছোটভাই মতিয়ার রহমানের রোষানলে পড়ে বসত ভিটা হারাতে বসেছেন বড়ভাই আনোয়ার হোসেন। নিজ বাড়িতে আশ্রয় দেয়ার পর ওই বাড়িটি নিজের বলে দাবি করে তালাবদ্ধ করেছেন।

এ ব্যাপারে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন আনোয়ার হোসেনের ভাই মনিরুজ্জামান মন্টু। অভিযোগে মতিয়ার রহমান ও তার অপর দুভাই খালেক এবং ছানোয়ার হোসেনকে বিবাদী করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনীর গাড়াডোব গ্রামে।

অভিযোগে জানা গেছে, আনোয়ার হোসেন তার পিতার জমিতে দুই রুম বিশিষ্ট একটি বাড়ি নির্মাণ করেন। চাকরীর সুবাদে আনোয়ার হোসেন ঢাকাতে অবস্থান করায় ২০০১ সালে ছোটভাই মতিয়ার রহমানকে তার ওই বাড়িতে বসত করার সাময়িক অনুমতি দেন। পিতা মাতার মৃত্যুর পর মতিয়ার রহমান ওই বাড়িটি নিজের বলে দাবি করে দখলে নেন।

এব্যাপারে অন্যান্য ভাই ও আত্মীয় স্বজন বাড়িটি ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেও কোন কাজ হয়নি। উপরন্ত বাড়ির দোতলার আরো দুটি রুমে তালাবদ্ধ করেন গত ৩০ সেপ্টেম্বর।

অনুনয় বিনয় করেও কোন ফল না পাওয়ায় আনোয়ার হোসেনের পক্ষে অভিযোগটি করেন অপর ভাই মনিরুল ইসলাম।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, বিষয়টি তদন্তাধিন রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে আদালতে মামলা করায় বাদীকে হাতুড়ি পেটা

জমিজমা সংক্রান্ত মামলায় আদালতে হাজিরা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বাদী আত্তাব আলী (৪৫) কে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে প্রতিপক্ষরা।

আহত আত্তাব আলী গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের আব্দূস সাত্তারের ছেলে। আহত আত্তাব আলীকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন। বামুন্দি বাজারের ব্যাবসায়ীদের প্রতিরোধের মুখে হামলায় ব্যাবহৃত হাতুড়ি ও হেলমেট ফেলে পালিয়ে যায় হামলাকারীরা।

আজ মঙ্গলবার বেলা ২ টার সময় বামুন্দি বাজারে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

জানাগেছে, তেরাইল মৌজার টুনুয়ারা খাতুন ও কিতাব আলীর কাছ থেকে ২ বিঘা জমি ক্রয় করেন আত্তাব আলী। কয়েকবছর পর দেবীপুর গ্রামের ফজলু,ইউসিুফ আলী,সাদের আলী ও খবির উদ্দিন জমি তাদের বলে দাবী করেন এবং জমি দখলের চেষ্টা করেন।

এমন পরিস্থিতিতে আত্তাব আলী তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় মেহেরপুর আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে মামলা করায় মামলায় হাজিরা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মামুনুর রশিদ ও তার লোকজন মামলার বাদী আত্তাব আলীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করেন ।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, আহত ব্যাক্তি অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যাবস্থা নেয়া হবে।